১১ই রবিউল আউয়াল শরীফ, ১৪৪৮ হিজরী (সম্ভাব্য ২৫ই আগস্ট, ২০২৬ইং)
বাংলাদেশ জুড়ে ইউসি পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য

ফয়যানে মিলাদ ইজতিমার বয়ান

মুস্তফা ﷺ এর থুতু মুবারকের বরকত

এই বয়ানে আপনারা জানতে পারবেন...

- ★... ইজতিমা করো..!! খুশি উদযাপন করো..!!
- ★... খতমে নবুয়ত আকিদার গুরুত্ব
- ★... সীরাতে মুস্তফার পূর্ণাঙ্গতা
- ★... উম্মতের উপর নবীর হকসমূহ

উপস্থাপনায়:
আল মদীনাতুল ইলমিয়া
(Islamic Research Center)
(বিভাগ: দাওয়াতে ইসলামীর বয়ান)

Contents

দুরুদ শরীফের ফযীলত ৩
বয়ান শোনার নিয়তসমূহ ৪
অসুস্থ শিশুর আরোগ্য লাভ হলো ৪
রিওয়ায়ত থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ৬
নবীদের কর্তৃত্ব দান করা হয় ৭
নেমাতেঁ বাঁটতা জিস সামত ওহ যীশান গেয়া ৮
মুজিযা হয়ে এলেন আমাদের নবী ৯
থুতু মুবারকের বরকত ১০
বিষের প্রভাব চলে গেল ১২
চোখের মণি পুনরায় জুড়ে দিলেন ১৩
শিফাদানকারী মুবারক থুতু ১৫
স্মৃতিশক্তি দান করলেন ১৬
সে পানি পান করানোর লোক ১৭
মুবারক থুতু লজ্জাশীল বানিয়ে দিল ১৮
মদীনার সবচেয়ে মিষ্টি কূপ ১৯
মুবারক থুতু এর সংক্ষিপ্ত বরকত ২০
ইলম দান করলেন ২১
১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ: তাফসীর শোনা ও শোনানোর হালকা ২৪
মিলাদ মাহফিল ও জুলুসে মিলাদ অংশগ্রহণের উৎসাহ ২৬

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف (আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়ত করলাম)

দুরুদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি ১০০ বার দরুদ পাক পাঠ করে, আল্লাহ পাক তার দুই চোখের মাঝখানে লিখে দেন যে, এই ব্যক্তি নিফাক (তথা কপটতা) এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত; এবং তাকে কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে রাখবেন। **(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০/২৫৩, হাদীস: ১৭২৯৮)**

حکمِ خُدا بھی، دِل کی صَدا بھی درود ہے | روحانیت کی اَصل غذا بھی درود ہے
ہاں ہاں اندھیری قبر کی ہے روشنی درود | محشر میں عافیت کی رِدا بھی درود ہے

হুকমে খোদা ভী, দিল কী সাদা ভী দুরুদ হে
রুহানিয়্যত কী আসল গিযা ভী দুরুদ হে
হাঁ হাঁ অন্ধেরী কবর কী হে রৌশনী দুরুদ
মাহশার মে আফিয়ত কী রিদা ভী দুরুদ হে

শব্দার্থ: আফিয়ত কী রিদা অর্থাৎ মুশকিল থেকে বাঁচানোর চাদর।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়তসমূহ

হাদীসে পাকে রয়েছে: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ আমল তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল। **(বুখারী, পৃষ্ঠা: ৬৫, হাদীস: ১)**

হে আশিকানে রাসূল! ভালো ভালো নিয়তের মাধ্যমে আমলের সাওয়াব বৃদ্ধি পায়। আসুন! বয়ান শোনার পূর্বে কিছু ভালো ভালো নিয়ত করে নেই। নিয়ত করুন: ✯ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বয়ান শুনব ✯ আদব সহকারে বসব ✯ গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব ✯ যা শুনব, তা মনে রাখার, নিজে আমল করার এবং অন্যদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অসুস্থ শিশুর আরোগ্য লাভ হলো

হযরত উসামা বিন যায়েদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যে শেষ হজ্জ আদায় করেছিলেন, সেই হজ্জের সফরে আমি তাঁর সাথে ছিলাম। চলতে চলতে আমরা ‘রওহা’ নামক স্থানে পৌঁছলাম। এখানে পৌঁছে তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক নারীকে তাঁর দিকে আসতে দেখলেন। তৎক্ষণাৎ বাহন মুবারক থামিয়ে দিলেন। সেই নারী নিকটবর্তী হলেন, তার কোলে একটি শিশু ছিল। আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এটি আমার ছেলে; আল্লাহর শপথ! যে দিন জন্ম নিয়েছে সেই দিন থেকে অসুস্থ।

কিছু রিওয়ায়তে আছে: এই শিশুটি পাগল ছিল (অর্থাৎ তার মৃগী রোগ ছিল)। **(শরহে সুনানে ইবনে মাজাহ লিল হাররী, ২০/৪৪১, হাদীস: ৩৪৭৬)**

হযরত উসামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: রহমতওয়ালা নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শিশুটিকে নিয়ে নিলেন, আপন বাহনে তাঁর সামনে বসালেন। অতঃপর আপন লূয়াব মুবারক (অর্থাৎ থুতু মুবারক) শিশুটির মুখে দিলেন এবং ইরশাদ করলেন: اُخۡرُجۡ یَاعَدُوَّ اللّٰہِ فَاِنِّیۡ رَسُوۡلُ اللّٰہ অর্থাৎ হে আল্লাহর শত্রু..!! বের হ! নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল।

এই মুবারক আমল করার পর তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শিশুটিকে সেই নারীর নিকট ফিরিয়ে দিলেন এবং ইরশাদ করলেন: একে নিয়ে নাও...!! এখন তার আর কোনো বিপদ নেই।

তিনি বলেন: হজ্ব থেকে যখন আমরা ফিরছিলাম তখন ঠিক সেই জায়গায় ঐ নারী দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পুনরায় বাহন থামালেন, ইরশাদ করলেন: তোমার শিশুর কী অবস্থা...? আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আল্লাহর শপথ! সেই দিন ছিল আর আজ এই দিন, শিশুটি সম্পূর্ণ সুস্থ।

(দালায়িলুন নবুওয়াহ লিল বায়হাকী, ৬/২৫)

ہوتی ہے شفا دَم میں، دَم آتا ہے بے دَم میں | محبوبِ خُدا کا ہے کیا خُوب شفاخانہ

হোতী হে শিফা দম মে, দম আতা হে বে-দম মে
মাহবুবে খোদা কা হে কিয়া খুব শিফা খানা

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই রিওয়ায়তের উপর আমরা কয়েকটি দিক থেকে একটু চিন্তা করি;

রিওয়ায়ত থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা

সর্বপ্রথম তো এই কথা আরয করি; আমাদের সমাজে একটি ধারণা পাওয়া যায় যে, নবী এবং রাসূলদের কাজ কেবল এবং শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের বার্তা পৌঁছে দেওয়া।

কথাটি একদম ঠিক, আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام মানুষের হেদায়েতের জন্যই তাশরীফ আনেন; কিন্তু তাঁদের কাজ কেবল এটুকুই, এটি সঠিক নয়। দেখুন! একটি শিশুকে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আনা হয়েছে যার আসর (জ্বীন) বা মৃগী রোগের সমস্যা আছে। প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার মুখে আপন মুবারক থুতু দিয়ে ইরশাদ করছেন: اُخۡرُجۡ يَاعَدُوَّ اللهِ فَاِنِّیۡ رَسُوۡلُ الله বের হও হে আল্লাহর শত্রু..!! নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ পাকের রাসূল।

দেখুন! প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই আসর ছাড়ানোর জন্য আপন রিসালতের দোহাই দিলেন এবং এই দোহাই শুনে সেই আসর চলেও গেল। জানা গেল; রিসালাতের যে স্তর, এই স্তরটিই হলো কর্তৃত্বের স্তর। রাসূলদের শান এমন হয় যে, যাঁকে যা নির্দেশ দেবেন, তাঁদের জিহবা থেকে যে শব্দ বের হবে সেদিকে তাকদীর বদলে যাবে।

بہشت و خُلد ہیں کیا بلکہ کل خزانوں کا | خُدا کے گھر سے ہیں وہ اختیار پائے ہوئے

বেহেশত ও খুলদ হে কিয়া বলকে কুল খাযানোঁ কা
খোদা কে ঘর সে হে ওহ ইখতিয়ার পায়ে হুয়ে

(কাবালায়ে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৩২৮)

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন:

مجبُور ہیں ہم تو فکر کیا ہے | تم کو تو ہے اِختیار آقا

মাজবুর হে হাম তো ফিকির কিয়া হে
তুম কো তো হে ইখতিয়ার আক্বা

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৩৪)

নবীদের কর্তৃত্ব দান করা হয়

আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর শানে ইরশাদ করেন:

اُولِی الْاَیْدِیْ وَ الْاَبْصَارِ ﴿۴۵﴾

(পারা ২৩, সূরা সাদ, আয়াত ৪৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: ক্ষমতা ও জ্ঞানসম্পন্নদেরকে!

তাফসীরে নূরুল ইরফানে রয়েছে, জানা গেল; আল্লাহ পাক আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام কে ক্ষমতাও দান করেন, জ্ঞানও প্রদান করেন; যার ফলে তাঁরা বিশ্বের খবরও রাখেন এবং এতে কর্তৃত্ব পরিচালনাও করেন। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পারা: ২৩, সূরা: সাদ, ৪৫নং আয়াতের পাদটীকা, পৃষ্ঠা: ৭২৮)**

کیوں نہ ہو تم مالکِ ملکِ خُدا، ملکِ خُدا | سب تمہارا ہے خُدا ہی جب تمہارا ہو گیا

কিউঁ না হো তুম মালিকে মুলকে খোদা, মিলকে খোদা
সব তুমহারা হে খোদা হি জব তুমহারা হো গেয়া

(যওকে নাত, পৃষ্ঠা: ৭৫)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

নেমাতেঁ বাঁটতা জিস সামত ওহ্ যীশান গেয়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখন এই রিওয়ায়তের উপর অন্য আর একটি দিক থেকে লক্ষ্য করুন। বোঝানোর জন্য মাত্র একটি উদাহরণ আরয করি; কেউ যতই দক্ষ ডাক্তার হোক না কেন, আপনি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে থামিয়ে একজন গুরুতর রোগীকে তার সামনে আনলেন এবং বললেন: ডাক্তার সাহেব! যেতে যেতে এই রোগীকে একটু দেখে যান!

যদি ডাক্তার সাহেব আপনার আত্মীয় বা বন্ধুও হন, তবে বড়জোর সামান্য পরীক্ষা করবেন এবং বলবেন: আমি রোগ বুঝেছি, ক্লিনিকে নিয়ে এসো। আপনার রোগী ঠিক হয়ে যাবে। এখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রোগীর পূর্ণ চিকিৎসা হয়ে যাবে; এমনটি কোনো ডাক্তার করবে না। কিন্তু কুরবান হয়ে যাই! তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উভয় জগতের ডাক্তার, সফরে আছেন, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন; পথে রোগী এল, কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হলো না, কোথাও বসার প্রয়োজন পড়ল না, ব্যস যেখানে ছিলেন সেখানেই দাঁড়িয়ে আপন থুতু মুবারক মুখে দিলেন এবং অনেক পুরোনো রোগীকে মুহূর্তেই আরোগ্য দান করলেন।

سُبْحٰنَ الله! আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতই না সুন্দর বলেছেন, লিখছেন:

نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا | ساتھ ہی مُنْشیٔ رحمت کا قلم دان گیا

নেমাতেঁ বাঁটতা জিস সমত ওয়হ্ যীশান গেয়া
সাথহী মুনশিয়ে রহমত কা কলমদান গেয়া

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৫৫)

ব্যাখ্যা: সেই মর্যাদাবান রহমতের নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রব্বে করীমের নিয়ামতসমূহ বণ্টন করতে যেদিকেই তাশরীফ নিয়েছেন, তাঁর দয়া ও দাক্ষিণ্য লিপিবদ্ধকারী আপন কলমদান সাথে নিয়ে তাঁর সাথেই থেকেছে।

মুজিযা হয়ে এলেন আমাদের নবী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তৃতীয়ত এই রেওয়ায়তে প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক থুতু অর্থাৎ থুতু শরীফের উৎকর্ষতাও দেখুন! রোগী, বহু বছর ধরে অসুস্থ; প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন মুবারক থুতু তার মুখে দিলেন এবং আরোগ্য দান করলেন। سُبْحٰنَ اللهِ!

جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے | کریم ہیں یہ خزانے لٹانے آئے ہیں

জো চাহেঙ্গে জিসে চাহেঙ্গে ইয়ে উসে দেঙ্গে
করীম হে ইয়ে খাযানে লুটানে আয়ে হে

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের প্রিয় নবী, মাক্কী-মাদানী, মুহাম্মাদে আরাবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই শানওয়ালা, যাঁকে আল্লাহ পাক আপাদমস্তক মুজিযা বানিয়েছেন। আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন:

قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ
(পারা ৬, সূরা নিসা, আয়াত ১৭৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রামাণ এসেছে।

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর মুজিযাসমূহ আল্লাহ পাকের সত্তা ও

গুণাবলীর দলিল হয়ে থাকে। পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام কে আল্লাহ পাক বিভিন্ন মুজিযা দান করেছিলেন। ✯ হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর হাত মুবারক মুজিযা ছিল ✯ হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর কণ্ঠ মুবারক মুজিযা ছিল ✯ হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর সৌন্দর্য মুবারক মুজিযা ছিল। একইভাবে আগের আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর মধ্যে কাউকে ১টি মুজিযা দেওয়া হয়েছিল, কাউকে ২টি। এই সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর পর আল্লাহ পাক আপন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী, রাসূলে হাশেমী, মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আপাদমস্তক মুজিযা বানিয়ে পাঠিয়েছেন। **(তাফসীরে নঈমী, পারা ৬, সূরা নিসা, ১৭৪নং আয়াতের পাদটীকা, ৬/১৪৭)** এবং ইরশাদ করেছেন: হে লোকেরা! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অত্যন্ত অকাট্য ও মজবুত দলিল এসে গেছে।

دیئے معجزے انبیا کو خدا نے | معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی

দিয়ে মুজিযে আম্বিয়া কো খোদা নে | মুজিযা বন কে আয়া হামারা নবী

থুতু মুবারকের বরকত

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক থুতুও মুজিযা এবং এটি শুধু একটি মুজিযা নয় বরং শত শত মুজিযার সমাহার।

মেডিক্যাল সায়েন্সের দিক থেকে যদি আমি এ বিষয়ে কথা বলি তবে দেখুন; আমাদের মুখে যে থুতু তৈরি হয়, আসলে আমাদের মুখে ৩ ধরণের গ্রন্থি (Glands) থাকে ✯ কানের নিচে ✯ চোয়ালের নিচে ✯ এবং জিহ্বার নিচে। এই গ্রন্থিগুলোর কাজ হলো রক্ত থেকে পানি,

খনিজ লবণ, প্রোটিন এবং এনজাইম টেনে নিয়ে সেগুলো থেকে থুতু তৈরি করা। আমাদের... অর্থাৎ আমার, আপনার এবং দুনিয়ার সমস্ত মানুষের মুখে যে থুতু থাকে, এর মাধ্যমে ✯ খাবার হজম হয় ✯ খাবার গিলতে সুবিধা হয় ✯ মুখ পরিষ্কার থাকে ✯ কথা বলতে সহজ হয় ✯ দাঁত সুরক্ষিত থাকে; এভাবে আমাদের থুতুর ৫, ১০ বা ১৫টি উপকারিতা থাকে। কিন্তু কুরবান হয়ে যাই! দুই জাহানের তাজেদার, প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানই অনন্য;

گلبنِ باغِ نُور کی اَور ہی کچھ اُٹھان ہے

গুলবনে বাগে নূর কী অওর হি কুছ উঠান হে

তাঁর মুখ মুবারকে যে লূয়াব শরীফ রয়েছে ✯ এটি শুধু খাবার হজম করে না ✯ শুধু কথা বলতে সহজ করে না বরং এই লূয়াব শরীফ ক্ষতে লাগালে দুনিয়ার সর্বোত্তম মলম হয়ে যায় ✯ চোখে লাগালে চোখের জ্যোতি হয়ে যায় ✯ খাবারে পড়লে খাবারের বরকত বাড়িয়ে দেয় ✯ লোনা কূপে পড়লে তাকে মিষ্টি করে দেয় ✯ কারো মুখে চলে গেলে শক্তি, সম্মান, বীরত্ব, ইলম ও নূরের ভাণ্ডার হয়ে যায়।

جس کے پانی سے شاداب جان وجناں	اُس دَہن کی طَراوَت پہ لاکھوں سلام
جس سے کھاری کنویں شیرۂ جاں بنے	اُس زُلالِ حَلاوت پہ لاکھوں سلام

জিস কে পানী সে শাদাব জান ও জিনাঁ
উস দাহান কী তারাওয়াত পে লাখোঁ সালাম
জিস সে খারী কুঁওয়ে শিরায়ে জাঁ বনে
উস যুলালে হালাওয়াত পে লাখোঁ সালাম

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৩০২)

ব্যাখ্যা: মালিক ও মুখতার আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক মুখ থেকে নিঃসৃত লূয়াব মুবারক দ্বারা জান্নাতসমূহ সুশোভিত ও সবুজ-শ্যামল; এই মুখ মুবারকের সতেজতার উপর লক্ষ লক্ষ সালাম হোক। মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর লূয়াব মুবারক লোনা কূপকে মিষ্টি করে দেয়, রূহ ও প্রাণকে সজীবতা দান করে; এই মাধুর্যের ঝর্ণাধারার উপর লক্ষ লক্ষ সালাম হোক।

বিষের প্রভাব চলে গেল

اَللّٰه! اَللّٰه! সাওর গুহার ঘটনা তো আপনারা শুনেছেনই; মুসলমানদের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ গুহার একটি ছিদ্রে আপন গোড়ালি দিয়ে বসে আছেন, মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন মাথা মুবারক তাঁর কোলে রেখে বিশ্রাম নিচ্ছেন। ওদিক থেকে একটি সাপ তার গোড়ালি মুবারকে দংশন করল। হযরত সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আদবে রাসূলের কারণে, তাঁর বিশ্রামের কথা চিন্তা করে ধৈর্য ধরলেন কিন্তু ব্যথা ছিল তীব্র। ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠার মধ্যেও চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল; আশিকে আকবরের প্রেমমাখা সেই অশ্রু ফোঁটা মুস্তফার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গণ্ডদেশ স্পর্শ করল। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চোখ মুবারক খুললেন, ইরশাদ করলেন: সিদ্দীক কী হয়েছে? আরয করলেন: لُدِغْتُ فِدَاکَ اَبِیْ وَ اُمِّیْ یَارَسُوْلَ اللّٰهِ! অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর উৎসর্গিত হোক, আমাকে সাপ দংশন করেছে। **(মিশকাতুল মাসাবীহ, ৪র্থ অংশ, পৃষ্ঠা: ৪১৭, হাদীস: ৬০৩৪)**

اَللّٰہ! اَللّٰہ! এখন লূয়াবে মুস্তফার উৎকর্ষতা দেখুন! মেডিক্যাল পয়েন্ট অব ভিউতে (Point of view) সাপের বিষের চিকিৎসা কেবল কোনো একটি জিনিস দিয়ে হয় না, এর জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান মিশিয়ে এন্টি-ভেনম (Antivenom) অর্থাৎ যৌগিক ওষুধ তৈরি করা হয়, যা দিয়ে সাপের বিষ নামে। কুরবান হয়ে যাই! এটি ছিলো লূয়াবে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم, এতে সমস্ত ধরণের শিফা জমা রয়েছে। অতএব প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপন মুবারক থুতু হযরত সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কে পান করাননি বরং গোড়ালি মুবারকের উপর শরীরের বাহ্যিক অংশে লাগিয়ে দিলেন। ব্যস, লূয়াব শরীফ লাগাতে যা দেরি ছিল, বিষের প্রভাব তৎক্ষণাৎ শেষ হয়ে গেল।

(মিশকাতুল মাসাবীহ, ৪র্থ অংশ, পৃষ্ঠা ৪১৭, হাদীস ৬০৩৪)

ہوتی ہے شفا دَم میں، دَم آتا ہے بے دَم میں | محبوبِ خُدا کا ہے کیا خُوب شفاخانہ

হোতী হে শিফা দম মে, দম আতা হে বে-দম মে
মাহবুবে খোদা কা হে কিয়া খুব শিফা খানা

চোখের মণি পুনরায় জুড়ে দিলেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! লূয়াবে পাকের বরকতের পাশাপাশি আমরা একটু আল্লাহ পাকের কুদরত ও অনুগ্রহের আলোচনাও শুনে নেই;

আমাদের এই যে চোখ, চোখের এই গোল মণিটি; একটু চিন্তা করুন! কেমন আশ্চর্যের বিষয়; এতে কোনো পেরেক লাগানো নেই, কোনো স্ক্রু নেই, তা সত্ত্বেও আমরা লাফাই, ঝাঁপ দিই, নিচু হই, দাঁড়াই, বড় বড় দালান থেকে মানুষ পড়ে যায়, এতদসত্ত্বেও এই মণিটি খসে পড়ে না, আপন জায়গা থেকে নড়ে না। কেমন বিস্ময়কর বিষয় তাই না...!!

চোখের মণি কীভাবে টিকে থাকে? কয়েকটি বিষয় আছে, একটি হলো হাড়ের খোলস, এরপর এর সাথে স্নায়ু থাকে; এছাড়া এর পাশাপাশি কোলাজেন (Collagen), ইলাস্টিন (Elastin), হায়ালুরোনিক অ্যাসিড (Hyaluronic acid) ইত্যাদি অনেক ধরণের রাসায়নিক পদার্থ থাকে, যার মাধ্যমে চোখের মণি স্বস্থানে অবস্থান করে। যদি কখনো কারো এই মণি বাইরে বেরিয়ে যায় তবে আজকের মেডিক্যাল সায়েন্সে এর চিকিৎসা হলো; ডাক্তাররা প্রথমে ওষুধ খাওয়ান যাতে মাংসপেশি শিথিল হয়, এরপর চোখের উপর ওষুধ লাগানো হয়, যাতে চোখের টিস্যু ঠিক থাকে এতে কোনো আঁচড় না লাগে, এরপর মণিটি ভেতরে স্থাপন করা হয়; অনেক সময় অত্যন্ত স্পর্শকাতর অপারেশনও করতে হয়। এটি আজকের উন্নত যুগের চিকিৎসা পদ্ধতি।

এখন একটু রেওয়ায়ত শুনুন! বদরের যুদ্ধের সময় ছিল। হযরত রাফে বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সাহাবীয়ে রাসূল; তার চোখে তীর লাগল, চোখের মণি বাইরে বেরিয়ে এল। اَللّٰہُ اَکۡبَر!

بگڑی باتوں کی فکر کر نہ حسنؔ | کام سب ہے بنا ہوا تیرا

বিগড়ী বাতোঁ কী ফিকির কর না হাসান
কাম সব হে বানা হুয়া তেরা

(যওকে নাত, পৃষ্ঠা: ৭৩)

হযরত রাফে বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজির হলেন। রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপন লূয়াবে দাহান (মুখরে থুতু মুবারক) তাঁর চোখে লাগালেন এবং দোয়া করলেন। হযরত

রাফে বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: প্রিয় আক্বা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর লূয়াবে দাহান এর বরকতে আমার চোখ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গিয়েছিল।

(মুস্তাদরাক, ৪/২৫১, হাদীস ৫০৭৪)

سُبۡحٰنَ اللّٰہ!

مریضانِ جہاں کو تم شفا دیتے ہو دَم بھر میں | خُدارا دَرد کا ہو میرے دَرماں یارسول اللہ

মরীযানে জাহাঁ কো তুম শিফা দেতে হো দম ভর মেঁ
খোদারা দরদ কা হো মেরে দারমাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ

শিফাদানকারী মুবারক থুতু

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! লূয়াবে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم প্রতিটি রোগের জন্য শিফা। এ বিষয়ে আরও অনেক রেওয়ায়ত রয়েছে। যেমন ✯ খায়বরের দিন তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর অসুস্থ চোখে মুবারক থুতু লাগিয়েছিলেন, যার বরকতে তাঁর আরাম হয়েছিল। **(মুসলিম, পৃষ্ঠা: ৯৪০, হাদীস ২৪০৪)** ✯ এক সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর হাত পুড়ে গিয়েছিল, প্রিয় মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم লূয়াব শরীফ লাগালেন, পোঁড়া হাত ঠিক হয়ে গেল। **(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৬/৩৬১, হাদীস ১৫৮৫১)** ✯ হযরত ফুয়াইক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর দৃষ্টিশক্তি চলে গিয়েছিল, লূয়াবে মুস্তফার বরকতে চোখ পুনরায় উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছিল। **(মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, ৫/৪৪১, হাদীস ২)** ✯ হযরত বশীর বিন আকরাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জিহ্বায় তোতলামি ছিল, আটকে আটকে কথা বলতেন; লূয়াবে মুস্তফার বরকতে জিহ্বার তোতলামি ঠিক হয়ে গেল। **(কানযুল উম্মাল, ১৩তম অংশ, ৭/১৩০, হাদীস ৩৬৮৫৮)** ✯ এক সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অসুস্থ ছিলেন, একদম শেষ নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন, শিফা হচ্ছিলই না। তিনি কাউকে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে পাঠালেন; প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সামান্য মাটি নিলেন, এতে মুবারক থুতু দিলেন এবং দান করলেন।

এখন যিনি দূত ছিলেন, তিনি সেই লূয়াব মিশ্রিত মাটি নিলেন এবং চলে গেলেন। বাহ্যিকভাবে তার অবাক লাগছিল যে, আমি তো মরণাপন্ন রোগীর জন্য দোয়া করাতে এবং ওষুধ নিতে এসেছিলাম, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চিমটি পরিমাণ মাটি দিলেন। যাই হোক! এই দূত ফিরে গেলেন; সেই লূয়াব মিশ্রিত মাটি পানিতে মিশিয়ে যেমনই সেই অসুস্থ সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে পান করানো হলো, তার শিফা হয়ে গেল।

(সুবুলুল হুদা, ১০/২১)

স্মৃতিশক্তি দান করলেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই লূয়াবে মুস্তফার বরকতের বিষয়ে কী আর বলব..!! এটি সেই মুবারক থুতু, যা দিয়ে শুধু শারীরিক রোগই দূর হয় না বরং এর কারণে আল্লাহ পাক রূহানী রোগও দূর করেন।

হযরত ওসমান বিন আবু আস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সাহাবীয়ে রাসূল। তাঁর স্মৃতিশক্তি কিছুটা দুর্বল ছিল, যার ফলে কুরআনে করীম মুখস্থ করতে সমস্যায় পড়তে হতো।

একবার প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজির হয়ে আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার কুরআনে করীম মুখস্থ করতে সমস্যায় পড়তে হয়; মুখস্থ করার চেষ্টা করি কিন্তু পারি না। প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: اُدْنُ مِنِّي يَا عُثْمَانُ! অর্থাৎ হে ওসমান! আমার কাছে এসো! হযরত ওসমান বলেন: আমি প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকটবর্তী হলাম। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার মুখে আপন লূয়াবে দাহান দিলেন এবং আমার বুকের উপর হাত রাখলেন, যার শীতলতা আমি আমার দুই কাঁধের

মাঝখানে অনুভব করলাম। এরপর তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে শয়তান! ওসমানের বক্ষ থেকে বের হয়ে যা। হযরত ওসমান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: এরপর আমার স্মৃতিশক্তির অবস্থা এমন হলো যে, فَمَا سَمِعْتُ شَيْئًا بَعْدَ ذٰلِكَ إِلَّا حَفِظْتُهُ অর্থাৎ আমি এরপর যা কিছু শুনতাম তা মুখস্থ হয়ে যেত।

(দালায়িলুন নবুওয়াত, পৃষ্ঠা: ২৭৭, নাম্বার ৩৯৬)

আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

تم ہو شفائے مرض، خَلقِ خدا خود غَرَض | خَلق کی حاجت بھی کیا تم پہ کروڑوں درود

তুম হো শিফায়ে মরয, খলক্বে খোদা খুদ গরয
খলক কী হাজত ভী কিয়া তুম পে কারোড়োঁ দরূদ

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ২৬৭)

ব্যাখ্যা: অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আল্লাহ পাক আপনাকে এই শান দান করেছেন যে, অসুস্থদের শিফা নসীব করেন। সুতরাং আমাদের মাখলুকের কোনো প্রয়োজন নেই; আমাদের ব্যথার ওষুধ ও রোগের শিফা আপনিই করুন; আপনার উপর কোটি কোটি দরূদ ও সালাম।

সে পানি পান করানোর লোক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা জমিনে থাকি এবং আপনারা জানেন যে, জমিনের সব জায়গা থেকে পানি বের হয় না। কিছু অঞ্চলে ৫০-৬০ ফুট বোরিং করলে পানি আসে, কিছু জায়গায় ২০০ ফুটেও আসে না, অঞ্চল ও জায়গার পার্থক্য থাকে।

লূয়াবে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উৎকর্ষতা আমি আপনাদের বলি...!! একজন সাহাবী রয়েছেন; হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ। শৈশবে তাঁকে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থাপন করা হয়েছিল, প্রিয় আক্বা, মাক্কী- মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর উপর মুবারক থুতু দিলেন, সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ইশকে রাসূল দেখুন যে, তিনি মুবারক থুতু চুষে পান করে নিলেন, প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: اِنَّهٗ لَمُسَقًّى অর্থাৎ নিশ্চয়ই সে পানি পান করানোর লোক।

ব্যস, মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক থুতু এবং এই মহান বাণীর বরকত ছিল; এরপর তাঁর অবস্থা এমন হলো যে, তিনি যে স্থানেই মাটি খুঁড়তেন সেখান থেকেই পানি বেরিয়ে আসত। **(তারিখে দামেশক, ২৯/২৫৩)**

اللہ! اللہ! شہِ کونین جلالت تیری	فرش کیا، عرش پہ جاری ہے حکومت تیری
تُو ہی ہے ملکِ خُدا، ملکِ خُدا کا مالک	راج تیرا ہے زمانہ میں حکومت تیری

আল্লাহ! আল্লাহ! শাহে কাউনাইন জালালত তেরী
ফরশ কিয়া আরশ পে জারি হে হুকুমত তেরী
তু হে মালিকে মুলকে খোদা, মিলকে খোদা কা মালিক
রাজ তেরা হে জামানা মেঁ হুকুমত তেরী

(যওকে নাত, পৃষ্ঠা: ২৪৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুবারক থুতু লজ্জাশীল বানিয়ে দিল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মদীনা শরীফে একজন মহিলা ছিল, তার কোনো সাইকোলজিক্যাল সমস্যা ছিল; তিনি আজেবাজে কথা বলতেন।

একবার তার ভাগ্যের নক্ষত্র চমকাল; তিনি প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই সময় তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খাবার গ্রহণ করছিলেন, সেই নারী আরয করলেন: হুযুর! আমাকেও খাওয়ান! তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে একটি লোকমা দিলেন। তিনি বললেন: এটি নয় বরং যা আপনার মুখ মুবারকে আছে তা দিন! তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুখ মুবারক থেকে লোকমা বের করে দান করলেন। রিওয়ায়তে লেখা রয়েছে: ব্যস! লূয়াবে মুস্তফায় সিক্ত সেই লোকমাটি খাওয়ার যা দেরি ছিল; সেই নারীর উপর লজ্জাশীলতার এমন প্রভাব হলো যে, সারা জীবন তার জিহ্বা দিয়ে কখনো কোনো অহেতুক বাক্য বের হয়নি, মাত্র একটি লোকমা তার জীবন বদলে দিল। **(সুবুলুল হুদা, ১০/২৬)**

মদীনার সবচেয়ে মিষ্টি কূপ

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: আমাদের বাড়িতে একটি কূপ ছিল, এর পানি খুব তিক্ত ছিল, একদিন প্রিয় আক্বা, মাক্কী- মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ আনলেন, তিনি আপন মুবারক থুতু সেই কূপে দিয়ে দিলেন। তিনি বর্ণনা করেন: ব্যস লূয়াবে মুস্তফা কূপে পৌঁছাতে যা দেরি ছিল, সেই দিন থেকে মদীনার সবচেয়ে মিষ্টি পানি আমাদেরই কূপ থেকে পাওয়া যেত।

(খাসায়িসুল কুবরা, পৃষ্ঠা: ১০৫)

جس کے پانی سے شاداب جان وجناں | اُس دہن کی طَراوَت پہ لاکھوں سلام
جس سے کھاری کنویں شیرۂ جاں بنے | اُس زُلالِ حَلاوت پہ لاکھوں سلام

জিস কে পানি সে শাদাব জান ও জিনাঁ
উস দাহান কী তারাওয়াত পে লাখোঁ সালাম

জিস সে খারী কুওয়েঁ শিরায়ে জাঁ বনে
উস যুলালে হালাওয়াত পে লাখোঁ সালাম

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৩০২)

মুবারক থুতু এর সংক্ষিপ্ত বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! লূয়াবে মুস্তফার বিষয়ে আর কত বলব, সত্য এটিই যে,

زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے | تیرے اَوصاف کا اِک باب بھی پُورا نہ ہوا

জিন্দেগীয়াঁ খতম হুয়ি অওর কলম টুট গেয়ে
তেরে আওসাফ কা এক বাব ভি পুরা না হুয়া

শুধুমাত্র লূয়াবে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকত বর্ণনা করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন; যখন শুধু মুবারক থুতু এর এই শান, তবে চিন্তা করুন, পূর্ণ পবিত্র দেহের বরকতের অবস্থা কেমন হবে।

যাই হোক! আমি বিভিন্ন রেওয়ায়তের সংক্ষিপ্ত সারাংশ আরয করছি: ✯ কুবা শরীফের কাছে একটি কূপ ছিল, যার পানি প্রতিদিনই শেষ হয়ে যেত, একদিন প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এতে মুবারক থুতু দিলেন, যার বরকতে এর পানি এত বেড়ে গেল যে, মানুষ নিজেরা পান করত, প্রাণীদের পান করাত, ক্ষেতও চাষাবাদ করত, তবুও পানি শেষ হতো না **(দালায়িলুন নবুওয়া লিল বায়হাকী, ৬/১৩৬)** ✯ হযরত হারেসা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন, তাঁর বাড়ির লোকজন ব্যথিত ছিল; স্বাভাবিকভাবেই বিচ্ছেদের দুঃখ ছিল, প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পানিতে মুবারক থুতু মিশিয়ে দান করলেন, তাঁরা সেই পানি পান করলেন তো অবস্থা এমন হলো যে, পুরো মদীনায় তাদের চেয়ে সুখী ও শান্তিময় ঘর

আর দ্বিতীয়টি ছিল না **(আল মাগাযী, ১ম অংশ, পৃষ্ঠা ৯৪)** ☆ একটি কুয়া ছিল: বিরে বাযাআ। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বলেন: একবার প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই কূপে তাশরীফ এনেছিলেন। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এতে কুলি করেছিলেন, এর বরকত এমন হলো যে, এর পানি প্রতিটি রোগের জন্য শিফা হয়ে গেল। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর নিয়ম ছিল: যখন কেউ অসুস্থ হতো তাকে বিরে বাযাআতে নিয়ে আসতেন, এই পানি দিয়ে গোসল দিতেন আর এর বরকতে শিফা অর্জিত হয়ে যেত।

(আত তক্বাতুল কুবরা, ১/৩৯২)

ইলম দান করলেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এগুলো তো মুবারক থুতু এর সেই বরকত ছিল, যা প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন প্রকাশ্য জীবনে দান করেছিলেন এবং বরকত প্রকাশিত হয়েছিল। এখন একটি রেওয়ায়ত প্রকাশ্য পর্দা করার শত শত বছর পরের শুনুন!

আপনারা জানেন স্বপ্নের কথা স্বপ্নই হয়। যেমন স্বপ্নে আমাদের কোটি টাকা মিলে গেল, কিন্তু চোখ খুললে কি সেই কোটি টাকা আমাদের নিকট থাকবে...? থাকবে না। কুরবান হয়ে যাই! আমাদের প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান এখানেও অনন্য, তিনি যখন স্বপ্নে তাশরীফ আনেন তখন বাস্তবিকভাবেই তাশরীফ আনেন, সেই স্বপ্নের প্রভাব চোখ খোলার পর শেষ হয় না বরং জাগ্রত হওয়ার পরও বাকি থাকে।

আল্লামা সাদ উদ্দিন তাফতাযানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক বড় আলিমে দ্বীন ছিলেন। দরসে নিজামী (অর্থাৎ আলিম কোর্স) এ তাঁর লেখা অনেক কিতাব পড়ানো হয়। আল্লামা তাফতাযানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কাযী শিরাযী

رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট পড়তেন এবং ক্লাসে সবচেয়ে বেশি মেধাশক্তিহীন সাব্যস্ত হতেন। তাঁর সহপাঠীরা (Class Fellows) তার স্মৃতিশক্তির দূর্বলতার কারণে তাকে নিয়ে ঠাট্টা করত। এতদসত্ত্বেও তিনি হিম্মত হারাননি এবং কঠোর পরিশ্রম করতে থাকতেন। অনেক চেষ্টা ও মেহনতের সাথে পড়া মুখস্থ করতেন কিন্তু আবার ভুলে যেতেন; তবুও মেহনত অব্যাহত রাখলেন। একবার তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ পড়া মুখস্থ করায় ব্যস্ত ছিলেন এমতাবস্থায় একজন আগন্তুক এল এবং বলল: মাসউদ! উঠো! আমরা ভ্রমণে যাই। আল্লামা তাফতাযানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ উত্তরে বললেন: আমাকে ভ্রমণ বা বিনোদনের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি, এমনিতেও এত পড়ার পরও আমার কিছু বুঝে আসে না, তবে আমি বিনোদনে সময় কীভাবে নষ্ট করতে পারি? এটি শুনে সেই আগন্তুক চলে গেল। কিছুক্ষণ পর পুনরায় সেই ব্যক্তি এল এবং তিনি আবারও তাকে ভ্রমণে যাওয়ার দাওয়াত দিলেন। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আবারও একই উত্তর দিলেন। কিছুক্ষণ পর তৃতীয়বার সেই ব্যক্তি এল, এবার তিনি বললেন: আপনাকে আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্মরণ করছেন। ব্যস এতটুকু শোনা মাত্রই আল্লামা তাফতাযানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর শরীরে কম্পন সৃষ্টি হলো এবং তিনি খালি পায়েই মাহবুবের দীদারের জন্য দৌঁড়ে গেলেন। প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শহরের বাইরে একটি গাছের নিচে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাফতাযানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে দেখে মুচকি হাসলেন এবং ইরশাদ করলেন: আমার বারবার ডাকার পরও তুমি এলেন না? আল্লামা তাফতাযানী বিনয়ের সাথে আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি জানতাম না যে, আপনি স্মরণ করছেন? আপনি তো আমার স্মৃতিশক্তির দূর্বলতা জানেন; ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم!

আমি আপনার পবিত্র দরবারে শিফার সাহায্যপ্রার্থী, আল্লামা তাফতাযানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ফরিয়াদ শুনে রহমতের দরিয়া উথলে উঠল, নবীয়ে রহমত, শাফিয়ে উম্মত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তোমার মুখ খোলো! আল্লামা তাফতাযানী মুখ খুললে প্রিয় আক্বা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন লূয়াব মুবারক তার মুখে দিয়ে দিলেন এবং দোয়াও করলেন।

ব্যস মুবারক থুতু পাওয়ার যা দেরি ছিল, সেই ছাত্র যিনি মেধাহীন ছিলেন, এখন ইসলামী দুনিয়ার অনেক বড় আলিম ও ফাযেল হয়ে গেছেন। দ্বিতীয় দিন যখন আল্লামা তাফতাযানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ক্লাসে পৌঁছলেন তখন পাঠ চলাকালীন উস্তাদ সাহেবের নিকট কিছু ইলমি প্রশ্ন করলেন। তাঁর সূক্ষ্ম ও ইলমি প্রশ্ন শুনে উস্তাদ সাহেব কাযী শিরাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: হে মাসউদ! আজ তুমি সেই নও, যে কাল ছিলে। বলো! বিষয় কী? আল্লামা তাফতাযানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উস্তাদকে পুরো ঘটনা শোনালেন, তো উস্তাদ মুহতারাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়লেন।

(হাফেযা ক্যায়সে মজবুত হো? পৃষ্ঠা: ১১৯-১২১)

مرے تم خواب میں آؤ، مرے گھر روشنی ہو گی
مری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہو گی

মেরে তুম খোয়াব মেঁ আও, মেরে ঘর রৌশনী হোগী
মেরী কিসমত জাগা যাও, ইনায়ত ইয়ে বড়ি হোগী

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৩৯১)

سُبْحٰنَ الله! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এগুলো লূয়াবে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অন্তহীন বরকতসমূহ। হায়! কখনো যদি আমাদেরও

নসীব চমকাত; হায়! কোনো একদিন ঘুমাতাম আর নসীব জেগে উঠত; সেই মাহবুব আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নূরানী চেহারা চমকাতে চমকাতে, মুবারক জুলফি থেকে রাস্তা সুবাসিত করতে করতে স্বপ্নে তাশরীফ আনতেন। হায়! মুবারক থুতুও যদি দান করতেন; اِنْ شَآءَ الله দুনিয়া ও আখিরাতের সকল সমস্যা সহজ হয়ে যেত।

جلوۂ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا
حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہیں رستہ تیرا

জলওয়ায়ে ইয়ার ইধার ভী কোয়ি ফেরা তেরা
হাসরতেঁ আঠ পেহের তাকতী হে রাস্তা তেরা

আল্লাহ পাক আমাদের উপর দয়া করো, মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কৃপাদৃষ্টি প্রদান করুন। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ: তাফসীর শোনা ও শোনানোর হালকা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান! ১২টি দ্বীনি কাজেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিন! اِنْ شَآءَ الله অনেক বরকত নসীব হবে। ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো: তাফসীর শোনা ও শোনানোর হালকা।

❖ কুরআনে মাজীদ শেখা অত্যন্ত ফযিলতপূর্ণ কাজ: ✯ হাদীসে পাকে এই বিষয়টি এভাবে রয়েছে: সকাল এমন অবস্থায় করো যে, হয় তুমি আলিম অথবা ইলম অন্বেষণকারী। **(দারেমী, পৃষ্ঠা: ৯৬, হাদীস: ২৫৪)** ✯ একটি রিওয়ায়ত অনুযায়ী সকালবেলা কুরআনে মজীদের একটি আয়াত শেখা ১০০ রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। **(ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা: ৪৮, হাদীস ২১৯)** ❖ اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসূল ফজরের পর তাফসীর শোনা ও শোনানোর হালকা লাগিয়ে থাকেন ✯ এতে ৩টি কুরআনী আয়াত ✯ এর অনুবাদ ও তাফসীর শোনা ও শোনানো হয় ✯ ফয়যানে সুন্নাত থেকে দরস হয় ✯ শাজারা শরীফ পাঠ করা হয় ✯ দোয়া হয় এবং ✯ শেষে ইশরাক ও চাশতের নফল নামাযও আদায় করা হয়। ❖ আপনারাও তাফসীর শোনা ও শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণের অভ্যাস গড়ে তুলুন! اِنْ شَآءَ الله অনেক বরকত অর্জিত হবে ✯ হাদীসে পাক অনুযায়ী যে ব্যক্তি সকালবেলা মসজিদে নেকী শেখার জন্য যায়, সে ওমরার সাওয়াব পায়। **(মুস্তাদরাক, ১/২৮১, হাদীস ৩১৭)** ✯ সকালের সময়টি নেক কাজে কাটলে বরকত অর্জিত হবে ✯ সারা দিন ভালো কাটবে ✯ খুব সকালে ইলমে দ্বীন শেখার সুযোগ নসীব হবে ✯ শাজারা শরীফের মাধ্যমে নেক বান্দাদের যিকির হবে ✯ তাঁদের ভালবাসা অন্তরে বসবে ✯ আউলিয়ায়ে কিরামের রূহানী মনোযোগ অর্জিত হবে ✯ ঈমান তাজা হবে ✯ তাঁদের ওসিলায় করা দোয়া اِنْ شَآءَ الله পূরণ হবে ✯ একটি বড় বরকত হলো যে, ফজরের নামায থেকে ইশরাক পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করার সুন্নাতে মুস্তফার উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে যাবে ✯ হাদীসে পাক অনুযায়ী যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর যিকিরুল্লায়

মগ্ন থাকে, এরপর ইশরাক ও চাশতের নফল পড়ে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। **(শুআবুল ঈমান, ৩/৪২০, হাদীস ৩৯৫৭)**

আল্লাহ পাক আমাদের দ্বীনের কাজ করার তাওফিক দান করুক।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

মিলাদ মাহফিল ও জুলুসে মিলাদ অংশগ্রহণের উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কাল আমাদের প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বিলাদত দিবস। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ দাওয়াতে ইসলামীর অধীনে মিলাদের রাতে বিশাল মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়; যাতে নাতখানি হয়, বয়ান হয় এবং আক্বার আশিকরা আপন আক্বা ও মাওলা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি আন্দোলিত হয়ে দরূদ পাকের নাজরানা পেশ করেন এবং সালাত ও সালাম পাঠ করতে করতে বসন্তের সকালকে স্বাগত জানান। আপনারাও এই ইজতিমায় এবং বারভী শরীফে অনুষ্ঠিতব্য জুলুসে মীলাদে অবশ্যই অংশগ্রহণ করবেন! اِنْ شَآءَ اللّٰہ ✯ খুব দরূদ পাক পড়ার ✯ নাত শোনার ✯ আপন প্রিয় আক্বা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কল্যাণময় আলোচনা শোনার এবং খুব বেশি বেশি আমদে মুস্তফার স্লোগান দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হবে।

آئے تاجدارِ رسالت	مرحبا! صد مرحبا!	آئے جہاں میں جانِ رحمت	مرحبا! صد مرحبا!
صاحبِ عظمت وشان وشوکت	مرحبا! صد مرحبا!	سب سے بڑی اللہ کی نعمت	مرحبا! صد مرحبا!
آمنہ چمکی تیری قسمت	مرحبا! صد مرحبا!	گود میں آئی ربّ کی رحمت	مرحبا! صد مرحبا!

আয়ে তাজেদারে রিসালাত মারহাবা! সদ মারহাবা!
আয়ে জাহাঁ মেঁ জানে রহমত মারহাবা! সদ মারহাবা!

সাহিবে আযমত ও শান ও শওকত মারহাবা! সদ মারহাবা!
সব সে বড়ি আল্লাহ্ কী নেমাত মারহাবা! সদ মারহাবা!
আমেনা চমকী তেরী কিসমত মারহাবা! সদ মারহাবা!
গোদ মে আয়ি রব কী রহমত মারহাবা! সদ মারহাবা!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد